

উৎসর্গ

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান

কাহারে করিয়াছিঁ দান।

পথের ধূলার পরে

পড়ে আছে তারি তরে

যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,

হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি’?

জানিনা তোমার নাম,

তোমারেই সঁপিলাম

আমার ধ্যানের ধনখানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে

পার হয়ে এল চলি,

তার পানে হয় শেষ চাওয়া চায়

করণ কুন্দকলি।

উত্তর বায় একতারা তার

তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,

শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল—

গেল তারে দলি দলি।

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে

গোধূলিরে করে স্নান’।

তাহারি আড়ালে নবীন কালের

কে আসিছে সে কি জানো।

বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী

করে কানাকানি “কে আসে কী জানি”,

বলে মর্মরে “অতিথির তরে

অর্ঘ্য সাজায়ে আনো’।

নির্মম শীত তারি আয়োজনে

এসেছিল বনপারে।

মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,

মার্জনা নাহি করে।

স্নান চেতনার আবর্জনায়

পান্নের পথে বিঘ্ন ঘটায়,

নবযৌবনদূতরূপী শীত

দূর করি দিল তারে।

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে

ভরিতে নূতন করি।

অপব্যয়ের ভয় নাহি তার

পূর্ণের দান স্মরি।

অলস ভোগের ধানি সে ঘুচায়,

মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,

চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল

নূতন চেতনা ভরি।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে

নব পরিচয় দিতে।

নবীন রূপের অপরূপ জাদু

আনিবে সে ধরণীতে।

লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি

নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,

নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে

ফিরে জয় করে নিতে।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,

সৃষ্টি তাহার খেলা।

দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়

চিরাভ্যাসের মেলা।

মূল্যহীনেরে সোনা করিবার

পরশপাথর হাতে আছে তার,

তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে

উদ্ধত অবহেলা।

বলো “জয় জয়”, বলো “নাহি ভয়”;

কালের প্রয়াণপথে

আসে নির্দয় নবযৌবন

ভাঙনের মহারথে।

চিরন্তনের চঞ্চলতায়

কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,

থরথর করি উঠুক পরান

প্রান্তরে পর্বতে।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়—

“করো স্বরা, করো স্বরা।

সাজাক পলাশ আরতিপাত্র

রক্তপ্রদীপে ভরা।

দাড়িস্ববন প্রচুর পরাগে

হোক প্রগল্ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে

মধুপের মনোহরা।’

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে—

ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয়সংগীতস্বরে।

নগ্ন শিমূলে কার ডাঙর
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল
শূন্য কে দিল ভরি

প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরি।

ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী।

শান্তিনিকেতন, দোলপূর্ণিমা, ২২ ফাল্গুন, ১৩৩৪

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব “মাইভেঃ মাইভেঃ”,
বন্দীরা পেল ছাড়া।

দিগন্ত হতে শূন্য তব সুর
মাটি ভেদ করি উঠে অঙ্কুর,
কারাগারে দিল নাড়া।

জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনরা জানে,
দলে দলে আসে আমার মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া।

কিশলয়দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে।

মুক্তির গানে কাঁপে চারি ধার,
কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেল সব টুটে।

মরুযাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে

জাগে মৌমাছিপাড়া।

ওগো বসন্ত, হে ডুবনজয়ী,

দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,

কেন সুকুমার বেশ।

মৃত্যুদমন শৌর্য আপন

কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,

তুণ তব নিঃশেষ।

বর্ম তোমার পল্লবদলে,

আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে

জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে

সকল তেজের বাড়া।

জড়দৈত্যের সাথে অনিবার

চিরসংগ্রামঘোষণা তোমার

লিখিছ ধূলির পটে—

মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে

যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে

সিঙ্কুর তটে তটে।

হে অজেয়, তব রণভূমি-‘পরে

সুন্দর তার উৎসব করে,

দক্ষিণবায়ু মর্মর স্বরে

বাজায় কাড়া-নাকাড়া।

শান্তিনিকেতন,দোলপূর্ণিমা, ২২ ফাল্গুন, ১৩৩৪

বৰযাত্ৰা

পবন দিগন্তেৰ দুয়াৰ নাড়ে
চকিত অৰণ্যেৰ সুপ্তি কাড়ে।

যেন কোন্ দুৰ্দ্দম

বিপুল বিহঙ্গম

গগনে মুহূৰ্ত্তমুহূৰ্ত্ত পক্ষ ছাড়ে।

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধেৰ বাজালো বাঁশি।

ধৱাৰ স্বয়ম্বৰে

উদাৰ আড়ম্বৰে

আসে বৰ অম্বৰে ছড়ায়ে হাসি।

অশোক ৰোমাঞ্চিত মঞ্জুৰিয়া

দিল তাৰ সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।

মধুকৰগুঞ্জিত

কিশলয়পুঞ্জিত

উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

কিংশুককুসুমে বসিল সেজে,

ধৱণীৰ কিস্কিনী উঠিল বেজে।

ইঙ্গিতে সংগীতে

নৃত্যেৰ ভঙ্গিতে